দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 MAR 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ক্যাম্পাসে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ॥ আহত ৬০॥ গ্রেফতার ৩৫

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (বুধবার) সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে ২ জন পুলিশসহ ৬০ জন ছাত্র আহত হয়। ছাত্রগণ ২টি ট্রাক ও ১টি জীপে অগ্নিসংযোগ করে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং ৩৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে।

বাবলুর নিহত হওয়ার ঘটনার বিচার ও পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্র জোট মিছিল বাহির করে। বিভিন্ন স্লোগান সহকারে ছাত্রগণ চানখাঁরপুল ও বকশীবাজারের নিকট পৌঁছিলে পুলিশ তাহাদের বাধা দেয়। ছাত্রগণ পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এই সময় ছাত্রগণ রাস্তার পার্শ্ববর্তী বিআরটিসির ২টি ট্রাকে (চট্টগ্রাম-ন-২১৬৯) (চট্টগ্রাম-ন-২০৫৮) অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ ছাত্র-

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

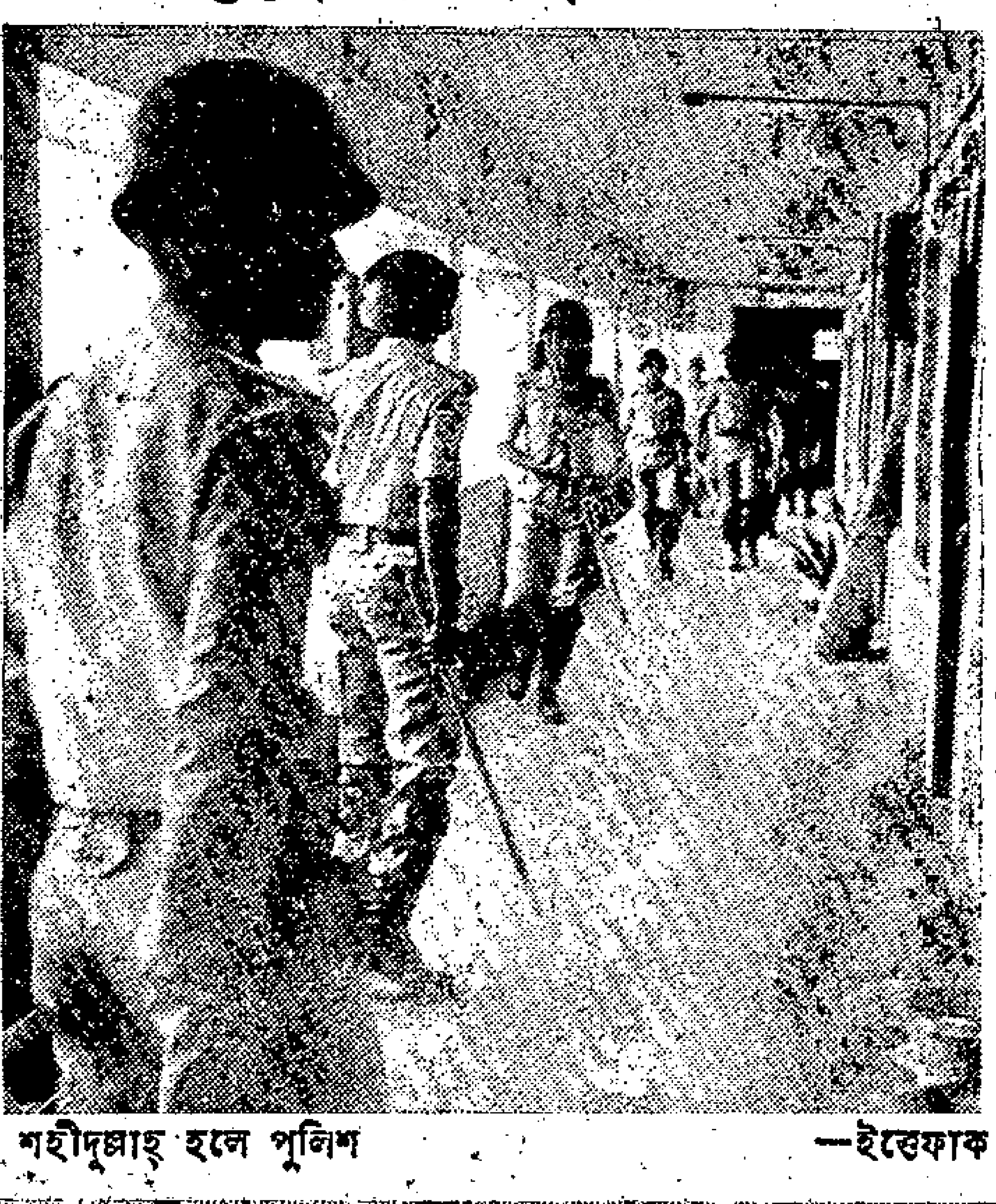

শহীদুল্লাহ্ হলে পুলিশ —ইত্তেফাক

শহীদুল্লাহ্ হলে পুলিশের অভিযানের পর আটক ছাত্রদের একাংশ —ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 MAR 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ

(১ম পৃঃ পর)

দের লাঠিচার্জ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। তবে ছাত্রগণ দেওয়াল টপকাইয়া শহীদুল্লাহ হলে প্রবেশের পর ছাদের উপর হইতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। এই সময় রাস্তায় পর-পর ৩টি হাতবোমা বিস্ফোরিত হইলে আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়ে। পুলিশ দল সংখ্যায় ভারী হইয়া ছাত্রদের ধাওয়া করিয়া শহীদুল্লাহ হলে প্রবেশ করে এবং ছাত্রদের প্রহার করে। পুলিশ বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী চালায় এবং তাহাদের প্রহারে প্রায় ৪০ জন ছাত্র আহত হয়। পুলিশ ৩৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করিয়া যেসব ছাত্র বাহিরে আসিতে পারিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ১৩জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। গুরুতর আহত ৩ জন ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। চাঁনখার পুল হইতে একদল ছাত্র শিক্ষাভবনের দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশ তাহাদের বাধা দেয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করিয়া তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

পুলিশের হামলায় খবর পাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন হইতে অপর একটি বিক্ষোভ মিছিল কাঁটাবনের দিকে দ্রুত আগাইয়া যায়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রগণ কাঁটাবনে সড়ক ও জনপথ বিভাগের একটি জীপে অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করিলে ছাত্রগণও ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও হাত বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে কনষ্টেবল আলেক মিয়া ও কাইয়ুম খান আহত হয়। পুলিশের গাড়ীতেও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়।

পুলিশ ধাওয়া করিলে ছাত্রগণ মোহসিন হলে প্রবেশ করে। পুলিশ মোহসিন হলে প্রবেশ করিয়া লাঠিচার্জ করে। তাহারা হলের ২টি ফটক ভাঙ্গিয়া ফেলে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও লাঞ্ছিত হন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর একদল পুলিশ সূর্যসেন হলে প্রবেশ করিয়া লাঠিচার্জ করে। ছাত্রদের হলের পিছনের দেওয়াল টপকাইয়া পলায়ন করিতে দেখা যায়। মোহসিন হল, সূর্যসেন হল ও কাঁটাবন এলাকা হইতে পুলিশ কমপক্ষে আরও ২৫ জনকে গ্রেফতার করে। বিকাল ৩টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। এই ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিভিন্ন আবাসিক হলের ছাত্রদের হল ত্যাগ করিতে দেখা যায়।

সংঘর্ষের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকার দোকানপাট ও যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। রাতে পুলিশ বিভিন্ন হল এলাকা হইতে নিপা ভবনে জমায়েত হয়।

বিভিন্ন মহলের নিন্দা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের অভিযানের নিন্দা করিয়া ৫ দল সমর্থিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হইয়াছে যে, পুলিশ শহীদুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হলে ছাত্রদের পাইকারীভাবে প্রহার করে, টেনিস কোর্টের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রখর রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখিয়া নির্যাতন করে এবং ৪০ জনের বেশী ছাত্রকে গ্রেফতার করে। জসিমউদ্দিন হল, মোহসিন হলে পাইকারী পিটুনি, কলাভবন ও গ্রন্থাগার ভবন হইতে শিক্ষক-ছাত্রদের বিতাড়িত করে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গত দুইদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের নির্যাতন একাত্তুরের ২৫শে মার্চ এবং তিরাশির ১৪ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনাকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (সু-র), জাতীয় ছাত্রলীগ, ছাত্রলীগ (শা-মা), ছাত্রলীগ (মু-না), গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রলীগ (জ-লু) ও বিপ্লবী ছাত্র-মৈত্রী পৃথক পৃথক বিবৃতিতে গতকাল কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মিছিলের উপর পুলিশের হামলা ও গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানাইয়াছে। বিবৃতিতে এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান হয়। ডাকসুর সহ-সভাপতি আখতারুজ্জামান এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হইতে গ্রেফতারকৃত সকলের মুক্তি দাবী করিয়া বলেন, ক্যাম্পাসে পুলিশের নির্যাতন অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে।

ইসলামী ছাত্র শিবির (সুলতান) এবং বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নও বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পুলিশে নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

৫ দলের এক বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের নির্যাতনের কঠোর নিন্দা করা হয়।